আমরা আপনাকে এই তালিকা প্রদান করছি যাতে আপনি নিম্নলিখিত সনদপত্র সংগ্রহ করতে পারেন এবং আপনার ইমিগ্রেশন ভিসা ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন। আপনার সাক্ষাতকারের দিন নিম্নলিখিত সব সনদপত্র জমা দিতে হবে। আপনি যদি সমস্ত প্রয়োজনীয় সনদপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে আপনার সাক্ষাত্কারের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনার কেস প্রসেস করতে বিলম্ব হতে পারে।

যে সকল কাগজপত্রের মূল কপি ইংরেজীতে নেই তার বাংলা মূলকপি ও ইংরেজীতে অনুবাদিত কপি দূতাবাসে জমা দিতে হবে।

- পাসপোর্টঃ যে বয়সেরই হোক প্রত্যেক আগ্রহী অভিবাসী আবেদনকারীর বৈধ পাসপোর্ট থাকতে হবে। পাসপোর্টের মেয়াদ অবশ্যই ভিসা ইস্যুয়ের তারিখ থেকে আট মাস বেশি থাকতে হবে।
- অভিবাসী ভিসার জন্য আবেদন এবং এলিয়েন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম (DS-260): প্রত্যেক আবেদনকারীকে অবশ্যই DS-260 ফরম সম্পূর্ণ ভাবে পূরণ করতে হবে। এই ফর্ম আপনি এই ওয়েবসাইটে পেতে পারেনঃ https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx
- ফিঃ আবেদনকারীদের অবশ্যই ভিসা প্রোসেসিং ফি হিসাবে US$২৬৫ অথবা সমপরিমাণ টাকা জমা দিতে হবে।
- নিবন্ধিত জন্ম ও মৃত্যু সনদপত্রঃ বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সংযুক্তি দেখুন।
- বিবাহ সনদপত্রঃ বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সংযুক্তি দেখুন।
- তালাক/বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত দলিলপত্রঃ যদি প্রযোজ্য হয় তবে আপনার এবং/অথবা আপনার স্বামী/স্ত্রী এর জন্য এটি লাগবে। এইসকল দলিলপত্র অবশ্যই মূলকপি বা যুক্তরাষ্ট্রের আদালত দ্বারা সত্যায়িত বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত কাজী অফিস দ্বারা সত্যায়িত অনুলিপি হতে পারে।
- এফিডেভিট অফ সাপোর্ট (AOS): প্রত্যেকে ভিসা আবেদনকারীর জন্য পিটিশনারকে I-134 এফিডেভিট অফ সাপোর্ট ফর্মের মূলকপি জমা দিতে হবে। অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে এফিডেভিট অফ সাপোর্ট জমা দিলে তা পিটিশনারের এফিডেভিট অফ সাপোর্টের মতো একই ভাবে বিবেচনা করা হবে না।
- আয়কর রিটার্নঃ এফিডেভিট অফ সাপোর্টের সাথে যা জমা দিতে হবে তা হলো যে বছরের ভরণপোষণ এফিডেভিট দিয়ে হয়েছে সে বছরের যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল আয়কর জমার কপি এবং তার সাপেক্ষে W-2 ফর্ম, বর্তমান নিয়োগপত্র(পত্রসমূহ), বেতনের কাগজের অংশ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিবরণী।
- পুলিশ সনদঃ বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সংযুক্তি দেখুন।

*Embassy of the United States of America*

## মনে রাখবেন

দয়া করে কোনও ডকুমেন্ট স্টপল বা ফোলড করবেন না।

আপনি কনস্যুলার সেকশনে ভিসার জন্য যে কাগজপত্র, ফটোকপি, ছবির অ্যালবাম জমা দেবেন তার উপরে অথবা নীচে অবশ্যই আপনার কেস নাম্বার লিখুন। ভিসার জন্য জমা দেওয়া ছবির পিছনে ভিসা আবেদনকারীর নাম এবং কেস নাম্বার লিখুন।

যদি আপনার ভিসা সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন থাকে, তাহলে দয়া করে আমাদের এই ঠিকানাতে support-bangladesh@ustraveldocs.com ইমেইল করুন।

আপনি যখন ইমেলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, তখন আপনার 10 ডিজিটের কেস নম্বর (যা DHK দিয়ে শুরু) এবং আপনার নাম সঠিকভাবে লিখবেন।

"MST", "MOST" অর্থাৎ নামের কোন সংক্ষিপ্তরূপ থেকে থাকে তবে DS-260 ফর্মের ৩নং ঘরে বিস্তারিত লিখুন। যেমন "Mohammad", "Mohammed", "Mosammat", "Mosammet", ইত্যাদি।

*Embassy of the United States of America*

# নিবন্ধনকৃত জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট এর নির্দেশাবলী

বাংলাদেশ সরকার সংগঠিত ২১ টি নিয়মের সাথে সংগতি রেখে নিবন্ধনকৃত জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির স্থানীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিসে নিবন্ধন করতে হয়। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত স্থানীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিস সমগ্র বাংলাদেশে আছে। আবেদনকারীকে তাদের নিকটস্থ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিসে যোগাযোগ করতে হবে (যেখানে আবেদনকারীর জন্ম হয়েছে বা যেখানে মৃতকে দাফন করা হয়েছে)। সাধারণতঃ সিটি করপোরেশন, পৌরসভা অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের দায়িত্বে থাকে। এ ছাড়া কোন প্রত্যন্ত এলাকায় চেয়ারম্যান-এর অফিস থেকে জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

প্রত্যেক নিবন্ধনকরন অফিস তাদের নির্দিষ্ট ফর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করে। জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেটের ফর্মে অবশ্যই নিবন্ধনের পর্যায়ক্রমিক নম্বর, যে পৃষ্ঠায় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার নম্বর, যার জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধিত হচ্ছে তার জন্ম/মৃত্যুর বিস্তারিত তথ্য নথিভূক্ত করা থাকে। যে ব্যক্তি জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধন করেছে তার পরিচিতিমূলক তথ্যও থাকতে হবে।

## আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে নেয়া জন্ম সংক্রান্ত এফিডেভিট বা হলফনামা গ্রহণ করা হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম অধিবাসী হয়ে যাবার সময় দরখাস্তকারী যে জন্ম সনদ ব্যবহার করেছেন তাও আইআর-৫ এবং এফ-৪ কেসে জমা দিতে হবে। এ ছাড়াও ২১ বছরের কম বয়েসি সকল সন্তানের ক্ষেত্রে জন্ম তারিখের সনদ জমা দিতে হবে। এই সব সন্তান যদি এই সময়ে অধিবাসী হয়ে যেতে না চান, বা অধিবাসী হওয়ার যোগ্যতা তাদের নাও থাকে- তাহলেও এটি জমা দিতে হবে।

## হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডাক্তারের কাছ থেকে মৃত্যু সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য নয়।

আপনার কেসের সাথে সম্পর্কযুক্ত আপনার স্বামী বা স্ত্রী অথবা আপনার প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রী বা আপনার পরিবারের কোন সদস্য যদি মৃত্যুবরণ করে থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই উপযুক্ত মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিস থেকে মৃত্যু সার্টিফিকেট আনতে হবে।

*Embassy of the United States of America*

# বিবাহ সনদপত্রের নির্দেশাবলী

বাংলাদেশের নাগরিক আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র একজন মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার অথবা কাজী মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন করতে পারেন। মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন অত্যাবশ্যকীয়।

## মুসলিম বিবাহঃ

আবেদনকারীকে কাজীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এই কাজী মুসলিম বিবাহের দলিল অর্থাৎ নিকাহনামা (বাংলায় ও ইংরেজিতে) সংগ্রহ করবেন। দুটি নিকাহনামাই সাক্ষাত্কারের সময় জমা দিতে হবে।

- মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ নিবন্ধন আইনের সেকশন ৫(১) অনুযায়ী, " যখন কোন বিবাহ শুধুমাত্র কাজী দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, তখন তাকে (কাজী) **অবিলম্বে** বিবাহটি নিবন্ধন করতে হবে।"
- সেকশন ৫(২) অনুযায়ী, যখন কোন বিবাহ কাজী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়, তখন উক্ত বিবাহের বরকে বিবাহ সম্পন্নের ত্রিশ দিনের মধ্যে বিবাহ নিবন্ধকের কাছে বিবাহ নিবন্ধন করতে হবে।"
- সেকশন ৫(১) অনুযায়ী, "উপ-ধারা (২)-এর অধীনে, যখন কোন বিবাহ সম্পর্কে কাজীকে জানান হয়, তখন কাজীকে তৎক্ষণাৎ বিবাহটি নিবন্ধন করতে হবে।"

মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত আরও তথ্য জানতে ক্লিক করুন এখানেঃ http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-476.html

## হিন্দু/খ্রীষ্টান/বৌদ্ধ বিবাহঃ

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২, অনুযায়ী বাংলাদেশে যখন কোন হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হয় তখন উক্ত বিবাহ নিবন্ধন করা হয় আবেদনকারীর বাসস্থানের এলাকার হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রার দ্বারা।

অন্য ধর্মানুসারী, যেমন খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ অথবা অন্যান্য ধর্মানুসারীরা তাদের নিজ নিজ এলাকার বিবাহ রেজিস্ট্রার অথবা ধর্মযাজক যে বিবাহ সম্পন্ন করেছেন অথবা বিবাহ সম্পন্নের গির্জা/মন্দিরের প্রশাসন দ্বারা বিবাহ নিবন্ধন করবেন। বিবাহোত্তর কাগজপত্রের ধরণ আলাদা হলেও সম্পৃক্ত ধর্মানুসারী আবেদনকারীর তথ্য সমূহ, বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান, বিবাহ সম্পন্নকারী নিবন্ধকের পরিচয় বিষয়ক তথ্য অনুরূপ থাকবে।

বিশেষ বিবাহ আইন ১৮৭২ অনুযায়ী অধার্মিক বিবাহ সম্পর্কে জানতে এখানে ক্লিক করুনঃ http://bdlaws.minlaw.gov.bd

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আবেদনকারী, তার আত্মীয় অথবা পরিবারের কোন সদস্য থেকে **বিবাহের** কোন **শপথপত্র গ্রহন করা হবে না।**

*Embassy of the United States of America*

# পুলিশ অনুমোদন পত্র উত্তোলন করার নির্দেশাবলী

১৬ বছর বা তার চেয়ে বেশী বয়সী প্রত্যেক ভিসা আবেদনকারীকে নিম্নে উল্লেখিত পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন পত্র জমা দিতে হবে :

- যে দেশের নাগরিক সেই দেশের বর্তমান আবাসস্থলের নিকটস্থ থানা থেকে
- অন্য সমস্ত দেশের পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে যে দেশে আবেদনকারী অন্তত এক বছর বসবাস করেছেন।
- ভিসা আবেদনকারী যদি কখনো কোন কারনে গ্রেফতার হয়ে থাকেন, তাহলে সেই কর্তৃপক্ষ থেকে।

অনলাইনে পুলিশ অনুমোদন পত্র উত্তোলন করার নির্দেশাবলী জানতে ভিসিট করুন
http://pcc.police.gov.bd/en/f?p=500:1:0

**প্রয়োজনীয় তথ্যঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য কোন পুলিশ অনুমোদন পত্র জমা দিতে হবেনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাতিত অন্য কোন দেশে এক বছরের বেশি সময় অবস্থান করে থাকলে, সেইসব দেশ থেকে পুলিশ অনুমোদন পত্র অবস্থাকালীন সময়ের জন্য জমা দিতে হবে।

**গ্রেফতারের সাক্ষ্যপ্রমানঃ** যদি কোন আবেদনকারীর পূর্বের গ্রেফতারের রেকর্ড থেকে থাকে, তাহলে সেই সমস্ত গ্রেফতারের কারন, সিদ্ধান্ত, আইনের ব্যাখ্যা জমা দিতে হবে। কিছু দেশ পুলিশ অনুমোদন পত্র প্রদান করেনা। অন্যান্য দেশের পুলিশ অনুমোদন পত্র উত্তোলনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html

*Embassy of the United States of America*

# ফটো ষ্টুডিও সমূহ

পাসপোর্ট ও ভিসার আবেদন করার জন্য যে ধরণের ছবির প্রয়োজন হয় এবং যে সব ফটো ষ্টুডিও সে ধরনের ছবি তুলতে সক্ষম নীচে তার একটি তালিকা দেয়া হলো। আমরা আপনাকে নির্দিষ্ট কোন ষ্টুডিওতে ছবি তোলার পরামর্শ দিচ্ছি না। তবে, আমরা জানি যে, এই ষ্টুডিওগুলো অতীতে ভাল কাজ করেছে। তালিকায় উল্লেখিত ষ্টুডিও ছাড়াও আপনার ইচ্ছেমাফিক যে কোন ষ্টুডিও থেকে আপনি ছবি তুলতে পারেন এবং কেবল এই ষ্টুডিওগুলোতে ছবি তোলার জন্য আপনি বাধ্য নন।

| **কুইক ফটো ষ্টুডিও** | **ভি. আই. পি. ফটো ষ্টুডিও** | **হলিউড পিকচার ষ্টুডিও** |
|---|---|---|
| **ঢাকা** | **ঢাকা** | **ঢাকা** |
| ২৪-২৭ জাহেদ প্লাজা, ৩০ নর্থ এভিনিউ, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা-১২১২ ফোনঃ ৯৮৮০৯৫৫, ৮৮২৯২০৭,০১৯৫৯১৪৪০৫২, ০১৮৪১৭২২২৫৫ ইমেইলঃ gpslab@gmail.com | গুলশান প্যালাডিয়াম (২য় তলা), রোড ৯৫, গুলশান ২ ঢাকা-১২১২ ফোনঃ ৯৮৮০৬৯৭ ইমেইলঃ vipstd123@yahoo.com | ২-৩ জাহেদ প্লাজা, ৩০ নর্থ এভিনিউ (১ম তলা), গুলশান ২, ঢাকা-১২১২, ফোনঃ ৮৮১৫৪৮৯ |
| **সোনারগাঁও ষ্টুডিও** | **কামার ফটোগ্রাফারস** | **কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফারস** |
| **ঢাকা** | **ঢাকা** | **ঢাকা** |
| রাসেল সেন্টার, ২৭ হাটখোলা রোড, অভিশার সিনেমা হলের বিপরীতে, ঢাকা-১২০৩ ফোনঃ ৯৫৫৯৮৯২, ০১৭১৪২৪২৫৬৭ ইমেইলঃ lilymomotaz@hotmail.com | ১৮/২, তোপখানা রোড (১ম তলা), ঢাকা, ফোনঃ ৯৫৬৩৩৪২ | এল মল্লিক কমপ্লেক্স, ১২ পুরানা পল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১২১৯, ফোনঃ ৯৫৫৩০৪৭ ইমেইলঃ Panoroma.mahbub@yahoo.com |
| **আলো ডিজিটাল ষ্টুডিও, সিলেট** | | |
| শিবগঞ্জ, উপশহর রোড, সোনাপারা, ফোন: ০১৫৫৮৪০৭৬৮১, ০১৭২৬৯৬২৭৫৩, ইমেইলঃ alod.studio@gmail.com | | |
| **নিউ পান্না ডিজিটাল ফটো ষ্টুডিও, সিলেট** | | |
| ১ নং, মহিলা কলেজ বাণিজ্যিক ভবন (২য় তলা), জিন্দাবাজার, ফোনঃ ০১৭১১৪৮৪৯৫৫, ০১৯৭১৪৮৪৯৫৫, ইমেইলঃ newpannastudio@gmail.com | | |

## ভাল ভাবে তোলা ছবির উদাহরণঃ

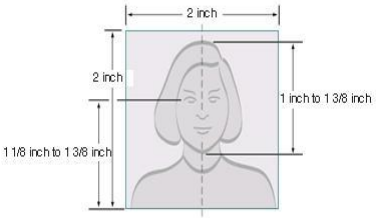

## অভিবাসন ভিসার জন্য যে ধরনের ছবির প্রয়োজনঃ

- ভিসার আবেদন করার জন্য ২টি ছবি প্রয়োজন।
- সাদা পটভূমির সামনে তোলা ছবি অবশ্যই রঙ্গিন হতে হবে।
- ছবির মাপ হতে হবে ২ **x** ২ ইঞ্চি (৫০ **x** ৫০ মি.মি.)
- আবেদনকারীকে অবশ্যই ক্যামেরার দিকে সরাসরি তাকাতে হবে যেন সম্পূর্ণ চেহারা দেখা যায়, দুই কান দেখা যায় এবং দুই চোখ অবশ্যই পরিস্কারভাবে দেখা যায়।
- ভিসা আবেদনপত্রের সাথে চশমা পরা ছবি দেয়া যাবেনা। শুধুমাত্র তখনি চশমা পরিহিত ছবি দেয়া যাবে যখন চিকিৎসাগত কারণে চশমা খোলা যাবেনা, যেমন, চোখ সার্জারির পরপর যখন চোখের সুরক্ষা প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছ থেকে লিখিত বিবৃতি আনতে হবে। যদি চশমা পরা ছবি জমা দেয়ার অনুমতি থাকে, তবুও নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবেঃ
    - ✓ চশমার ফ্রেম দ্বারা চোখ ঢাকা যাবেনা
    - ✓ চশমার কাচের উপর কোন আলো পরা যাবেনা যাতে চোখ দেখা না যায়
    - ✓ চশমার কাচের উপর কোন ছায়া পরা যাবেনা যাতে চোখ দেখা না যায়
- ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মাথা ঢাকা বা টুপি পরা ছবি গ্রহণযোগ্য; কিন্তু তা কোনভাবেই আবেদনকারীর মুখমণ্ডলের কোন অংশকে আড়াল করলে চলবে না। সামরিকবাহিনী, বিমান কোম্পানি বা অন্য কোন প্রকারের টুপি পরা ছবি গ্রহণযোগ্য নয়। উপজাতীয় বা ধর্মীয় নয় এমন কোন মস্তকাবরনীসহ ছবি গ্রহণযোগ্য নয়।
- ছবির উপরিভাগ হবে গ্লসি অর্থাৎ মসৃণ ও চকচকে।
- আপনার ছবিটি অবশ্যই ইন্টারভিউ এর আগের ৬ মাসের মধ্যে তুলতে হবে যাতে করে আপনার চেহারার বর্তমান অবস্থা বোঝা যায়।